দৈনিক সংবাদ

তারিখ 07 FEB 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 5

023

ঢাকা শহরের লেখাপড়া—৩

প্রথম শ্রেণীর ভর্তি গাইড সমাচার—

।। আমীর খসরু ।।

প্রথম শ্রেণীর ভর্তি গাইড বেরিয়েছিল। দেয়ালে দেয়ালে পোষ্টার পড়েছিল। বিক্রিও হয়েছে, দেদার। ভর্তিচ্ছুদের 'ভর্তিযোগ্য' করানোর জন্য 'কোচিং সেন্টার' ও ক্রমপ্রসারমান।

অনুসন্ধানকালে দেখা গেছে, ভর্তি হবার আগে যে কোচিং হয় তাতে প্রথম শ্রেণীর প্রতি ছাত্রকে সপ্তাহে এক হাজার টাকাও দিতে হয়। ঢাকা শহরে কোচিং সেন্টারের সংখ্যা হবে তিন শতাধিক।

এ বছর ঢাকা সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুলে প্রথম শ্রেণীর ৬০টি আসনের জন্য দরখাস্ত পড়েছিল ৮ শতাধিক, মতিঝিল সরকারী বালক বিদ্যালয়ের ৭০টি আসনের জন্য দরখাস্ত পড়েছিল ৪শ' মত, হলিক্রস স্কুল ও কলেজের ১শ' আসনের জন্য ১১শ', প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরী স্কুলের ৪০টি আসনের জন্য দরখাস্ত পড়েছিল ৪শ'। অন্যান্য 'ভাল' স্কুলেরও একই অবস্থা।

এই ভর্তি সমস্যার সুযোগে বাজারে প্রথম শ্রেণীর ভর্তি গাইড বেরিয়েছে কয়েকটি। আমাদের হাতে এসেছে এ ধরনের একটি ভর্তি গাইড। বের করেছে ১৭৭, কলাবাগানের চিলড্রেনস এডুকেয়ার। সাইক্লোষ্টাইল করা ১০ পাতার এই গাইডের দাম ২৫ টাকা। নিউ মার্কেট, কলাবাগান,

(৭-এর পাতায় দেখুন)

ঢাকা শহরের লেখাপড়া

(১ম পাতার পর)

আজিমপুরসহ ঢাকা শহরের বিভিন্ন বইয়ের দোকান ও ফুটপাতে এই গাইড বিক্রি হয়েছে, হরদম। বিভিন্ন এলাকার ৪টি বইয়ের দোকানে খোঁজ নিয়ে ৮ শতাধিক গাইড বিক্রির খবর পাওয়া গেছে।

প্রকাশক চিলড্রেনস এডুকেয়ারের পরিচালক জানান, দু'বছর ধরে এই গাইড বের করা হচ্ছে।

ঢাকা শহরের সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুল ও মতিঝিল সরকারী বালক বিদ্যালয়ে অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, প্রতিটি স্কুলের কমপক্ষে ১০ থেকে ১৫ জন শিক্ষক ভর্তি পরীক্ষার আগে 'কোচিং' করান। দু' স্কুলের কয়েকজন অফিস কেরানীও 'কোচি' করান বলে অনুসন্ধানে জানা গেছে।

ভর্তির আগে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু একজন ছাত্রের প্রতিমাস 'কোচিং'-এর জন্য সরকারী ল্যাবরেটরী স্কুলের একজন কেরানী নেন এক হাজার টাকা। একই স্কুলের একজন শিক্ষক প্রতিমাসে নেন ৬শ' টাকা। মতিঝিল সরকারী বালক বিদ্যালয়েও একই হারে নেয়া হয়। প্রতি সপ্তাহে পড়ানো হয় তিনদিন করে।

গাইড প্রকাশক চিলড্রেনস এডুকেয়ারে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তিচ্ছু শিশুদের কোচিং করানো হয়। প্রতিটি শিশুকে এডুকেয়ারে এসে পড়তে হয়। প্রতিটি শিশুকে দিতে হয় ৪শ' টাকা করে।

আমাদের হাতে এ ধরনের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের কাগজপত্র এসেছে যাতে দাবী করা হয়েছে শতকরা ৯৯ ভাগ সাফল্য। কোন কোন প্রতিষ্ঠান শতকরা একশ' ভাগ সাফল্যও দাবী করেছে।

যে সকল প্রতিষ্ঠান পোষ্টার দিয়ে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে তাতে অভিজ্ঞ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদগণের নাম দেয়া আছে। কিন্তু অনুসন্ধানকালে এ ধরনের ৪টি প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ বা শিক্ষকদের কাউকেই পাওয়া যায়নি। সবে স্নাতক ডিগ্রী নিয়েছে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে পড়ুয়া ছাত্ররা বা বেকার যুবকরাই এসব স্কুল ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চালায়।